দৈনিক ইনকিলাব

29

FEB. 1 6 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসব কি হচ্ছে

দেশে সর্বোচ্চ শিক্ষার দু'টি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে প্রাচীনতম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এশিয়ার 'অক্সফোর্ড' নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিগত ৮০ বছর যাবত ইতিহাসের নানাক্ষেত্রে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পেরেছে তা অবশ্যই জাতির জন্য গর্ব-গৌরবের বিষয়। ইতিহাস-ঐতিহ্যের এ প্রাচীনতম জীবন্ত প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিস্মরণীয় কীর্তিমালার সাথে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিমূলক কর্মকাণ্ড যুক্ত হয়েছে, এটা অস্বাভাবিক না হলেও তা সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অপরাপর অনুরূপ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি ও বিভিন্ন দিকের চাপ তথা সেশন জট কমানোর প্রধান উদ্দেশ্যেই গত শতকের শেষ দশকের প্রথম দিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামক স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। আশা করা গিয়েছিল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চালু হওয়ার পর একদিকে যেমন শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে সেশন জট থাকবে না এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে, তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়ম-অব্যবস্থা বিদূরীভূত হবে এবং এসব প্রতিষ্ঠান আদর্শ ও উন্নয়নের এক নবদিগন্তের সূচনা করবে। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্য ও পরিতাপের বিষয় যে, জাতির সেই আশার গুড়ে বালি পড়েছে, দুই প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ও প্রশাসন ব্যবস্থা কত শোচনীয় হয়ে পড়েছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দু'টি ঘটনা হতে পাওয়া যাবে!

গত সোমবার একটি দৈনিকে প্রকাশিত দু'টি খবরে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা গোটা জাতিকে বিস্মিত না করে পারে না। একটি খবরের শিরোনাম হচ্ছে, "এলএলবি পরীক্ষায় টেবুলেশন শীটে নজিরবিহীন জালিয়াতি ঃ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ঃ তদন্ত কমিটি"। একই পত্রিকার ভেতরের পৃষ্ঠার খবরটির শিরোনাম হচ্ছে ঃ "হাজার হাজার ডিগ্রী পরীক্ষার্থী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খামখেয়ালির শিকার ঃ দীর্ঘ পাঁচ মাসেও উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষণের ফল ঘোষণা হয়নি"। এ দু'টি সংবাদ শিরোনামে সর্বোচ্চ শিক্ষার দু'টি প্রতিষ্ঠানের যে দু'টি চরিত্রের প্রতিফলন ঘটিয়েছে তার বিবরণ পাঠ করলে ব্যথিত ও মর্মাহত না হয়ে পারা যায় না। প্রকাশিত প্রথম খবর অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত সারাদেশের ১১টি ল' কলেজের ১৯৯৪ সালের (অনুষ্ঠিত ১৯৯৭) এলএলবি বিশেষ পর্বের পরীক্ষার খাতা কেলেংকারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযুক্ত শিক্ষকের বিচারের দাবীতে এনেক্স ভবনে পোস্টারিং করেছে। এই পরীক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও ফলাফল তৈরীর দায়িত্ব পালন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ। অভিযোগে বলা হয়েছে যে, এলএলবি পরীক্ষার টেবুলেশন শীটে নজিরবিহীন জালিয়াতি করে প্রায় এক কোটি টাকা আত্মসাত করা হয়েছে এবং এই ঘটনার সাথে উক্ত অনুষদের একজন প্রভাবশালী শিক্ষক জড়িত রয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সারাদেশের ১১টি ল' কলেজের ২০১০ পরীক্ষার্থীর ১৪ হাজার খাতার মধ্যে ৫শ'টির ক্ষেত্রে এই জালিয়াতির প্রমাণ মিলেছে বলে প্রকাশিত খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অভিযোগের ভিত্তিতে তার কাছে জমা থাকা নম্বরপত্র ও রেজাল্ট শীট যাচাই করতে গিয়ে নম্বর পরিবর্তনের প্রমাণ পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেহেতু তিন সদস্যের যাচাই কমিটি গঠন করেছেন বলে খবরে বলা হয়েছে, সেহেতু আশা করা যায় যে, ঘটনাটির নিরপেক্ষ তদন্ত করে সত্য প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ন্যায়বিচার লাভ করতে পারে সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশেষ নজর রাখবেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব না হতে পারে সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত গৌরব-ঐতিহ্য ও সুনাম রক্ষার্থে যে কোন প্রকারের অনিয়ম-অব্যবস্থা হতে শিক্ষার সর্বোচ্চ এ গৌরবময় প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করে একে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে সমুন্নত রাখার জন্য আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত কর্তৃপক্ষের প্রতি বিনীত আবেদন রাখছি।

হাজার হাজার ডিগ্রী পরীক্ষার্থী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিপনার খেসারত দিচ্ছে– এ মর্মে যে অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে তা কোন নতুন ব্যাপার নয়। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষার এ প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে নানা প্রকারের অভিযোগ অহরহ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রধানতঃ শিক্ষার উচ্চ স্তরে সেশন জটের অবসান ঘটিয়ে যথাসময়ে পরীক্ষাগ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ এবং ভর্তি সংকট প্রভৃতি দূর করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সবাই জানেন। কিন্তু বাস্তবে এসব লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে, সে প্রশ্নও সকলের। দীর্ঘ ৫ মাস পেরিয়ে যাবার পরও কর্তৃপক্ষ রহস্যজনক কারণে পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষণের ফলাফল ঘোষণা করছে না বলে প্রকাশিত খবরের অভিযোগ সত্য হলে তা অবশ্যই নিন্দনীয় এবং অনতিবিলম্বে কথিত ফলাফল প্রকাশ করতঃ ফলাফল প্রত্যাশী সকলের জন্য তাদের ভবিষ্যৎ পথের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করা হোক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জটের কারণগুলো নির্ণীত করে আগামীতে সেগুলোর যথাযথ প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনে তদন্ত কমিটি গঠন করে হলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে তার আসল লক্ষ্যপানে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দান করতে হবে।